প্রতিবন্দী জহুরাকে দেখতে গেলেন কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা

সংবাদ প্রকাশের পর প্রতিবন্দী জহুরাকে দেখতে যান কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে। আশ্বাস দেন সব ধরনের সহায়তার। গতকাল রবিবার(১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জহুরার ঝুপড়ি দেখত যান তিনি। গতকাল ১৬ সেপ্টেম্বর প্রতিবন্দী জহুরাকে নিয়ে বেশ কিছু পত্রিকা ও অনলাইন পোটালে সংবাদ প্রকাশিত হয়। ওই সংবাদে তুলে ধরা হয় প্রতিবন্দী জহুরার জীবন জীবিকা ও তাঁর বাস্তব চিত্র।

বিষয়টি দৃষ্টি গোচর হয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে র। রবিবার দুপুরে তিনি জহুরাকে দেখতে ছুটে যান কোটচাঁদপুরের সলেমানপুর দাসপাড়ার সড়কের পাশে বসবাস করা ঝুপড়িতে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) জান্নাতুল মাওয়া, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জহিরুল ইসলাম, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শিলা বেগম ও তথ্য সেবা কর্মকর্তা তানিয়া সুলতানা।

নির্বাহী কর্মকর্তা বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন, দুই জন গণমাধ্যম কর্মী সহ জহুরার দেখা- শোনা করা রুমা খাতুনের সঙ্গে।
উল্লেখ্য, প্রতিবন্ধী জহুরা খাতুন (৫৮)। ৩০ বছর আগে স্বামী মারা যায়। এরপর ভিক্ষা বৃত্তি করে মানুষের কাছ থেকে চেয়ে মেয়েটিকে বড় করেন। এরপর বিয়ে দেন তাকে। গেল ২ বছর আগে সেও মারা যায়। হারিয়ে ফেলে জহুরা শারিরীক শক্তি ও মনোবল। এরপর গুরুতর অসুস্থ্য হয়ে পড়ে সে।

ভিক্ষা বৃত্তি ও করতে পারেন না। এ সময় সলেমানপুর দাসপাড়ার ৪ জন নারী পাশে দাড়ান জহুরার। যার মধ্যে রয়েছে রুমা বেগম,রাহেলা বেগম,সাজেদা বেগম ও পারভিনা বেগম। তারা স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে টিন আর বেড়া চেয়ে এনে পরের জায়গায় রাস্তার পাশে থাকার ঝুপড়ি ঘরটি বানিয়ে দেন।

যার মধ্যে বসবাস করেন জহুরা। খাবার আর ওষুধের ব্যবস্থাও করেন তারা। কয়েক দিন ধরে অবিরাম বর্ষণে ডুবে গেছে রাস্তা ঘাট। সেই সাথে পানিতে ডোবার উপক্রম হয়েছে জহুরার ঝুপড়ি।

বিষয়টি নিয়ে ১৬ তারিখের বেশ কয়েকটি পত্রিকা ফলাও করে প্রকাশিত হয় সংবাদটি। এরপর রবিবার তাকে দেখতে যান নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে । আশ্বাস দেন সব ধরনের সহায়তার। তিনি বলেন, জহুরা ও তাঁর ঘরটি আমরা স্বজমিনে দেখে গেলাম। স্যারের সঙ্গে কথা বলে দেখি ওনার জন্য কি করা যায়। ওই সময় তিনি প্রতিবন্দী জহুরার ঝুপড়িতে আলোর ব্যবস্থাও করতে বলেন সংশ্লিষ্টদের।

মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলার প্রতিবাদে কোটচাঁদপুরে মানববন্ধন

মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলার প্রতিবাদে কোটচাঁদপুরের এড়ান্দাহ গ্রামে মানববন্ধন করেছেন ভুক্তভোগীরা। শুক্রবার বিকেলে এ মানববন্ধন করেন তারা।

জানা যায়, কোটচাঁদপুরের এড়ান্দা গ্রামের আছিয়া খাতুন। তিনি বীর শ্রেষ্ট হামিদুর রহমানের বোন। এর প্রভাব খাটিয়ে এলাকার মানুষকে বিভিন্ন ভাবে মারপিট ও হয়রানি করে আসছে। সম্প্রতি তিনি বাদি হয়ে ওই গ্রামের গণমাধ্যম কর্মী শামীম হোসেন সহ কয়েক জনের নামে আদালতে মামলা করেছেন। এ মামলার প্রতিবাদে গতকাল শুক্রবার বিকেলে কোটচাঁদপুরের এড়ান্দা গ্রামবাসী মানববন্ধন করেন।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, গণমাধ্যম কর্মী শামীম হোসেন, মুহিদুল ইসলাম,সাবিনা খাতুন সহ আরো অনেকে। তারা বলেন,বীর শ্রেষ্ট হামিদুর রহমানের বোন আছিয়া খাতুন আর ভাগ্নে বকুল হোসেন। এ দাপটে তারা আমাদের কে বিভিন্ন সময় শারীরিক ও মানুষিক ভাবে হয়রানি করে আসছে।

সম্প্রতি তারা আদালতে মিথ্যা মামলা করেছেন আমাদের নামে। যার সঙ্গে আমরা কেউ জড়িত নই। এরপরও এ ধরনে মিথ্যা মামলা দিয়ে আমাদেরকে হয়রানি করছেন।

মানববন্ধন থেকে ভুক্তভোগীরা অবিলম্বে এ ধরনে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন।

কোটচাঁদপুরে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ

ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোটচাঁদপুরে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ করেছেন স্থানীয় কৃষি অফিস। আজ সোমবার সকালে স্থানীয় কৃষি অফিসের সামনে থেকে এ সব উপকরণ দেয়া হয়।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোটচাঁদপুরে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ করেন স্থানীয় কৃষি অফিস। যার মাসকলাই ও গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের বীজ।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে খরিপ-২ মৌসুমে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদের মাঝে এ সব তুলে দেয়া হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে, কৃষি কর্মকর্তা রাজিবুল হাসান, মৎস্য কর্মকর্তা সঞ্জয় কুমার,কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মোঃ টিপু সুলতান।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন, উপকারভোগী কৃষক ও উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীরা।

কোটচাঁদপুরে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত

হাজী আমলানেছা বিবি ওয়াকফ এস্টেটের মোতাওয়াল্লীর অপসারনের দাবিতে কোটচাঁদপুরে মানববন্ধন করেছেন, সলেমানপুরের ৬ নং ওয়ার্ডবাসী। আজ শুক্রবার (০৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে এ মানববন্ধন করেন তারা।

জানা যায়, কোটচাঁদপুরের সলেমানপুর ই.সি-২৮৬২ হাজী আমলানেছা বিবি ওয়াকফ এস্টেট। এ ওয়াকফ এস্টেটের আওতাধীন রয়েছে মসজিদ ও বেশ কিছু জমি। এ সব জমি থেকে যা আয় রোজগার হয়, তা তিনি নিয়ম বহির্ভূত ভাবে ব্যবহার করে আসছেন।

এর প্রতিবাদে আজ শুক্রবার দুপুরে কোটচাঁদপুর সলেমানপুর ওয়াকফ এস্টেটের মসজিদের সামনে মানববন্ধন করেছেন সলেমানপুরের ৬নং ওয়ার্ডবাসী। মানববন্ধন থেকে দূর্নীতিবাজ ও মসজিদের টাকা আত্মসাৎকারী মোতাওয়াল্লী ইমরান হোসেন (তাপসের) অপসারন চেয়েছেন তারা।

তুলে ধরেছেন তাঁর অনিয়মের ৫ দফা। যার মধ্যে রয়েছে, মসজিদের জমি, গাছ, নদ অর্থ আত্মসাৎ, ইমাম ও মোয়াজিনদের বেতন বাকি, মসজিদের কোন খোজ খবর না রেখে, ঢাকায় বসে মিথ্যা ভিডিও বানিয়ে মুসল্লীদের হুমকি-ধামকি প্রদান,এছাড়া তিনি যে বিভিন্ন অন্যায় ও অনিয়মের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ করেন তারা।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, ইমাম ফরহাদ হোসেন, জাহাঙ্গীর হোসেন, সামাউল ইসলাম, আলতাফ হোসেন, মোয়াজ্জিন ফয়সাল হোসেন। তারা এ মানববন্ধন থেকে দুর্নীতিবাজ, মসজিদের টাকা আর্তসাৎকারি মোতায়াল্লী ইমরান হোসেন তাপসের অপসারন চেয়েছেন। সাথে সাথে মোতাওয়াল্লীর বিরুদ্ধে সকল অভিযোগের তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টদের নিকট।

এ ব্যাপারে হাজী আমলানেছা বিবি ওয়াকফ এস্টেটের মোতাওয়াল্লী ইমরান হোসেন (তাপস) বলেন, ঈমাম আর মোয়াজিনের কিছু টাকা বাকি আছে। তবে অন্যসব অভিযোগের বিষয়ে তিনি কিছু না বলে এড়িয়ে যান। অভিযোগ তোলেন, মসজিদ ভাঙ্গা ও দান বাক্সের টাকা চুরির ঘটনা নিয়ে।

কোটচাঁদপুরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

মামলা দিয়ে হয়রানি ও হুমকি – ধামকির প্রতিবাদে কোটচাঁদপুরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছেন শিক্ষক খায়রুল ইসলাম। আজ বৃহস্পতিবার (০৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে স্থানীয় পৌর পাঠাগার মিলনায়তনে এ সংবাদ সম্মেলন করে তিনি।

তিনি লিখিত বক্তব্যে বলেন, আমি একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। শিক্ষকতা করে সমাজে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে পরিবার পরিজন নিয়ে সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করতে চেয়েছিলাম। সেই আশায় গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছিলাম।
কিন্তু কালের পরিবর্তনে আমার সে আশা পূরণ হয়নি।এর পরিবর্তে জুটেছে বিভিন্নভাবে লাঞ্চনা। হতে হয়েছে মামলার স্বীকার।

তিনি বলেন, আমি ২০১১ সালে কোটচাদপুর পৌরসভাধীন ৩নং ওয়ার্ডে বর্তমান বিএনপি’র উপজেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোঃ লিয়াকত আলী সাহেবের বাড়ির পাশে ৫.১৪ শতক জমি কিনে ছিলাম। এরমধ্যে ৩ শতকের উপর ভবন করা হয়েছে। বাকী ২.১৪ শতক খালি পড়ে আছে। ওই জমি কেনার পর থেকে বিএনপি’র ওই নেতার সঙ্গে চলে আসছিল ঝামেলা। বিষয়টি নিয়ে মোঃ লিয়াকত আলী আমার বিরুদ্ধে আদালতে বেশ কয়েকটি মামলা করেছেন। এ ছাড়া তিনি ও তাঁর অনুসারীরা বিভিন্ন সময় আমাকে বিভিন্ন ভাবে হুমকি ধামকি দেন। এর ধারাবাহিকতায় গেল ৫ আগষ্ট ওই নেতা তাঁর সমর্থিত লোকজন দিয়ে আমাকে মারপিট করান। ওইদিন যদি এলাকার মানুষেরা আমাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা না করতেন, তাহলে সেদিন ওরা আমাকে মেরে ফেলতেন।

শিক্ষক খায়রুল ইসলাম আরো বলেন, তারা আমাকে এভাবে হয়রানি আর নির্যাতন করে ওই জমি থেকে উৎখাত করতে চান। এটা না হওয়া পর্যন্ত তারা থামবে না। বিষয়টি নিয়ে বর্তমানে আমি ও আমার পরিবার চরম আতংকে দিন কাটাচ্ছি।
এ কারনে আমি আপনাদের মাধ্যমে উক্ত ঘটনাটি সমাজের মানুষের কাছে

তুলে ধরতে চাই। জানাতে চাই বিএনপির নীতি নির্ধারক কর্মকর্তাদের। যাতে করে আমি ওই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রান পেয়ে সমাজে থাকতে পারি।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ লিয়াকত আলী বলেন, এটা আমার বিরুদ্ধে ছড়ানো মিথ্যা প্রপাকান্ড। ষড়যন্ত্রকারিরা আমার বিরুদ্ধে তাদের কে দিয়ে একের পর এক মিথ্যা রটনা রটাচ্ছে। আমি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানাচ্ছি সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের নিকট।

কোটচাঁদপুরে সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান কাবিল উদ্দিন বিশ্বাসের মৃত্যু

না ফেরার দেশে চলে গেলেন কোটচাঁদপুরের দোড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক চেয়ারম্যান কাবিল উদ্দিন বিশ্বাস(৭৫)। গতকাল মঙ্গলবার রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় যশোর হাসপাতালে মারা যান তিনি। তাঁর মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনাা জানিয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খান চঞ্চল।

পারিবারিক সুত্রে জানা যায়,কাবিল উদ্দিন বিশ্বাস(৭৫)। তিনি কোটচাঁদপুরের দয়ারামপুর গ্রামের মৃত মঈনুদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে। কাবিল উদ্দিন দীর্ঘদিন কিটনী,ডায়াবেটিক রোগে রোগাক্রান্ত ছিলেন। গতকাল মঙ্গলবার (২৭ আগস্ট) তারিখে তিনি অসুস্থ্য বোধ করেন। এ সময় তাঁর স্বজনরা তাকে প্রথমে কোটচাঁদপুর হাঁসপাতালে নিয়ে যান।

জরুরি বিভাগের চিকিৎসক কাবিল উদ্দিন বিশ্বাসকে দেখে যশোর হাসপাতালে রেফার্ড করেন। স্বজনরা তাকে যশোর হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করান। এরপর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার রাতে তিনি চলে যান না ফেরার দেশে। মৃত্যুর সময় তিনি স্ত্রী ৪ পুত্র ২ কন্যাসহ অসংখ্য গুনাগ্রাহী রেখে গেছেন।

আজ বুধবার দুপুর ১ টার সময় জানাযা শেষে পারিবারিক কবর স্থানে মরহুমের দাফন সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছেন স্বজনরা।
তিনি কোটচাঁদপুর দোড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। এ ছাড়া তিনি ওই ইউনিয়নের ২ বারের চেয়ারম্যান ও ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছেন পরিবার ও দলীয় নেতা- কর্মীদের মধ্যে।

এদিকে মৃত্যুর খবর পেয়ে ফেসবুকে এক আবেগ ঘন স্ট্যাটাস দিয়েছেন,ঝিনাইদহ – ৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খান চঞ্চল। তিনি ওই স্ট্যাটাসে বলেছেন, কাবিল উদ্দিন বিশ্বাস ছিলেন,কোটচাঁদপুরের দোড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সংগ্রামী সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান।

তাঁর মৃত্যুতে আমরা হারালাম তৃণমূল আওয়ামী লীগের এক বীর সৈনিককে। যিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক। দলের এই ক্লান্তিকালে বড্ড প্রয়োজন ছিল আপনার মত দুঃসাহসিক নেতার। এ ছাড়া তিনি মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সকল সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছেন ওই স্ট্যাটাসে।

কোটচাঁদপুরে ছেলের বউ ধর্ষণ মামলায় শ্বশুর আটক

ধর্ষণের অভিযোগে শ্বশুর-শ্বাশুড়ির নামে কোটচাঁদপুর মডেল থানায় মামলা করেছেন ছেলের বউ। (২৮ আগস্ট) বুধবার ওই মামলায় শ্বশুর আটক হলেও শ্বাশুড়ি পলাতক।

ভুক্তভোগী ছেলের বউ বলেন, গেল ১ বছর আগে মোস্তফা কামালের ছেলে রিয়াজের সাথে আমার বিবাহ হয়। বিবাহের পর থেকে আমি স্বামীর সাথে আমার শশুর বাড়ীতে থাকতাম। আমার শশুর বিভিন্ন সময় আমাকে কু- প্রস্তাব দিতেন।

ঘটনার একদিন আগে আসামী হঠাৎ আমার শরীরের আপত্তিকর স্থানে হাত দেন। তখন আমি ঘটনার বিষয়টি আমার স্বামীকে জানাই। তারা আমার কথা

বিশ্বাস না করে, আমাকে মিথ্যা দোষারোপ করেন। এরপর থেকে বিভিন্ন সময় আমার শ্বশুর-শ্বাশুড়ি আমাকে বিভিন্নভাবে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করতে থাকে।

তিনি বলেন, গেল শুক্রবার ২৩/০৮/২০২৪ তারিখ সকালে আমার স্বামী ও শ্বাশুড়ি কোটচাঁদপুরের কাগমারী গ্রামে বেড়াতে যান। ওই রাতে এশার নামাজ পড়ে অনুমান ৯ টার আমি আমার শোবার ঘরে ঘুমাতে যায়। এ সময় মোস্তফা কামাল আমার ঘরে প্রবেশ করেন। এরপর আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় জড়িয়ে ধরলে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। তখন আমি চিৎকার করতে গেলে আসামী মোস্তফা কামাল গামছা দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরেন। পরে আমার পরিহিত পায়জামা, সেলোয়ার খুলে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেন।

ছেলের বউ অভিযোগ করে বলেন, এ সব ঘটনা আমার শ্বাশুড়ি সব জানতেন। তিনি এ কাজে সহযোগিতা করেছেন।

ওই ঘটনায় গেল ২৪ তারিখ ছেলের বউ বাদি হয়ে কোটচাঁদপুর থানায় শ্বশুর ও শ্বাশুড়ির নামে লিখিত অভিযোগ করেন। এরমধ্যে আজ বুধবার (২৮ আগস্ট) শ্বশুর মোস্তফা কামালকে আটক করেছেন কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ। তবে আটক করতে পারেনি শ্বাশুড়ি রাবেয়া খাতুনকে। ধর্ষক মোস্তফা কামাল কোটচাঁদপুর উপজেলার দোড়া ইউনিয়নের গরসূতি গ্রামের গুলি খাঁর ছেলে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল-মামুন বলেন, ধর্ষন মামলা হয়েছে। ওই মামলায় স্বামী- স্ত্রীকে আসামি করা হয়েছে। এরমধ্যে স্বামী মোস্তফা কামালকে আটক করা হয়েছে। বাকি ১ জনকে ধরতে অভিযান অব্যহত রয়েছে। খুব শীঘ্রই আসামি ধরা পড়বে বলে জানিয়েছেন তিনি।

কোটচাঁদপুর প্রেমিকার পিতার

দায়ের কোপে প্রেমিক তুষার আহত, থানায় মামলা

প্রেমিকার পিতার দায়ের কোপে কলেজ ছাত্র প্রেমিক তুষার আহত হওয়ার ঘটনায় রবিবার মামলা হয়েছে কোটচাঁদপুর থানায়। তবে মামলা হলেও আসামিরা রয়েছে ধরা ছোয়ার বাইরে। এদিকে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন ওই ছাত্রের অবস্থা আশংকাজনক বলে জানিয়েছেন তাঁর স্বজনরা।

তুষারের মা রেহানা খাতুন বলেন,আলোকদিয়া গ্রামের বকুল হোসেনের মেয়ে উর্মির সঙ্গে আমার ছেলের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল। তারা এক সঙ্গে লেখা পড়াও করেছেন ছোট থেকে।

গত শুক্রবার রাতে বকুল তাঁর মেয়েকে দিয়ে মোবাইল করে আমার ছেলেকে ডেকে নিয়ে যান বাড়িতে । এরপর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা আমার ছেলেকে ধারালো দা দিয়ে সারা শরীলে কোপ দেন। এতে করে সে গুরুতর আহত হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে প্রতিবেশীদের সহায়তায় তুষারকে প্রথমে কোটচাঁদপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।পরে যশোর হাসপাতালে। ওখানে ডাক্তাররা তাকে দেখে ঢাকায় রেফার্ড করেন। বর্তমানে আমার ছেলে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তবে তাঁর অবস্থা ভালো না।

তিনি বলেন,তাদের উদ্যেশ ছিল আমার ছেলে কে মেরে ফেলার। আমি ওই ঘটনায় জড়িত সকলের বিচার চাই। বিষয়টি নিয়ে রবিবার সকালে কোটচাঁদপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। ওই ঘটনায় থানায় মামলা হলেও আসামিরা রয়েছে ধরা ছোয়ার বাইরে।

এদিকে ঘটনার পর থেকে বকুল ও তাঁর পরিবারের কাউকে এলাকায় দেখা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগীর পরিবার।
এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল-মামুন বলেন, আলোকদিয়ার ঘটনায় মামলা হয়েছে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আলীমুল ইসলাম। তবে ওই কর্মকর্তা জানেন না ওই মামলার তদন্তকারী তিনি। আলীমুল ইসলাম বলেন,মামলা হয়েছে কিনা আমার জানা নাই। তবে ওসি স্যার যেহেতু বলেছেন, সেহেতু মামলা হতে পারে। তবে এখনও পর্যন্ত মামলার কাগজ পত্র আমি হাতে পাই নাই।

কোটচাঁদপুরের কুশনা বাওড় থেকে মাছ লুট

কোটচাঁদপুরের কুশনা বাওড় থেকে মাছ লুটের ঘটনা ঘটেছে। আজ শুক্রবার সকালে ওই বাওড় থেকে মাছ লুট হয় বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা। ওই ঘটনায় থানায় অভিযোগ করেছেন,সমিতির সভাপতি প্রশান্ত কুমার হালদার।

জানা যায়, গেল ২০১৮ সালে কোটচাঁদপুরের ফুলবাড়ি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি বাওড়টির ইজারা পান।এরপর থেকে তারা নির্বিগ্নে মাছ চাষ করে আসছিলেন বাওড়টিতে।

গেল ৫ আগষ্ট সরকার বদলের পর থেকে বাওড়ে প্রতিদিনই মাছ লুটের ঘটনা ঘটে। বিষয়টি স্থানীয় বিএনপি ও জামায়াতের নেতৃবৃন্দকে অবহিত করা হয়। এরপর বাওড় থেকে আর কোন মাছ লুটের ঘটনা ঘটবে বলে আশ্বাস দেন নেতৃবৃন্দ। এরপরও শুক্রবার সকালে বাওড়ে মাছ ধরার সময় স্থানীয় এড়ান্দা গ্রামের কয়েকজন যুবক মাছ লুট করে নিয়ে যায়।

যার মধ্যে ছিলেন, ওই গ্রামের আকবার আলীর ছেলে রকি,ইসাহাকের ছেলে মোশাররফ হোসেন, সলেমানের ছেলে সবুজ, এরশাদের ছেলে জিয়া ও কলম বিশ্বাসের ছেলে মহাসিন আলী।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কুশনা বাওড়ের গার্ড সাইফার রহমান ও প্রত্যক্ষদর্শী আব্দুল। তারা বলেন, সরকার পতনের পর থেকে এলাকার কিছু দূর্বৃত্তরা প্রায় বাওড়ে হুইল, ছিপ ও জাল দিয়ে মাছ ধরে নিয়ে যায়। আজ শুক্রবার সকালে তাদের মধ্যে মহাসিন ও রকির নেতৃত্বে আবারও মাছ লুটের ঘটনা ঘটে। ওই দুই জনের মধ্যে মহাসিন উপজেলা কৃষক দলের সাবেক সদস্য সচিব ও রকি বিএনপি সমর্থিত নেতা বলে জানা গেছে। ওই সময় তারা বাওড় থেকে ৫০ হাজার টাকার মাছ লুট করেছেন বলে দাবি বাওড় কতৃপক্ষের।

এ ব্যাপারে উপজেলা বিএনপির সভাপতি সাবেক অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক বলেন,মহাসিন উপজেলা কৃষক দলের সাবেক সদস্য সচিব ছিলেন। তবে বিএনপি কোন লুটপাটে বিশ্বাস করে না। এ কারনে সে দলের যেই হোক

না কেন,তাঁর বিরুদ্ধে তথ্য প্রমান পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

একই মন্তব্য করেন,উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত হোসেন। তিনি বলেন, ওই মাছ লুটের ঘটনায় দলের যেই জড়িত থাকুক না কেন,প্রমান পেলে তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শামীম হোসেন বলেন,বাওড় থেকে কে বা কাহারা মাছ লুট করছেন। এমন খবর জানতে পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ছিলাম। তবে তার আগে লুটকারীরা পালিয়ে যান। তাদের কাউকে দেখা যায়নি। ওই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত থানায় কোন অভিযোগ হয়নি। অভিযোগ পেলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

পুকুর থেকে মাটি কেটে বিক্রি, কোটচাঁদপুর মডেল থানায় পৃথক দুইটি মামলা

পুকুর থেকে মাটি কেটে বিক্রির অভিযোগে কোটচাঁদপুর মডেল থানায় পৃথক দুইটি মামলা করেছেন, দোড়া ইউনিয়ন (ভুমি) সহকারী কর্মকর্তা জাকির হোসেন। তবে মামলা হলেও আসামিরা রয়েছে ধরা ছোয়ার বাইরে। বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

জানা যায়,কোটচাঁদপুর উপজেলার দোড়া ইউনিয়ন। এ ইউনিয়নের ভোমরা ডাঙ্গা – চুয়াডাঙ্গা বাজারের পাশে হারুন অর রশিদের পুকুর ও সোয়াদি গ্রামের আনিসুর রহমানের পুকুর থেকে মাটি ব্যবসায়িরা দীর্ঘদিন ধরে মাটি কেটে বিক্রি করে আসছিল।বিষয়টি নিয়ে তাদেরকে বেশ কয়েক বার সর্তক করেন সংশ্লিষ্টরা। এরপরও তারা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে মাটি কেটে বিক্রি করা অব্যহত রেখেছিল।

এ কারনে গেল ২১ জুলাই পুকুর থেকে মাটি কেটে বিক্রির অভিযোগে কোটচাঁদপুর থানায় পৃথক দুইটি এজাহার করেন,দোড়া ইউনিয়ন (ভুমি) সহকারী কর্মকর্তা জাকির হোসেন।

ওই মামলায় আসামি করা হয়েছে,তেঘরি গ্রামের পুকুর মালিক হারুন অর রশিদ,মাটি কাটার সহযোগী আব্দুর রহিম, শাহিন হোসেন, সাইফুল ইসলাম, কায়দার আলী, আব্দার আলী, সোয়াদি গ্রামের পুকুর মালিক আনিসুন রহমান, সহযোগী পারভেজ হোসেন ও মনা বিশ্বাস।

এদিকে থানায় এজাহার করার ১৪ দিন পর মামলাটি নথিভূক্ত হলেও আসামিরা রয়েছে ধরা ছোয়ার বাইরে।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুরের দোড়া ইউনিয়ন (ভুমি) সহকারী কর্মকর্তা জাকির হোসেন বলেন,উপজেলার ভোমরা ডাঙ্গা – চুয়াডাঙ্গা ও সোয়াদি গ্রামের পুকুর থেকে মাটি কেটে বিক্রি করছিলেন ওই এলাকার প্রভাশালী মাটি ব্যবসায়িরা।

এ ব্যাপারে তাদেরকে সর্তক করা হলেও তারা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে মাটি কেটে বিক্রি করে আসছিল।

এরপর উপজেলা নির্বাহী স্যারের নির্দেশে গেল ২১ জুলাই কোটচাঁদপুর থানায় পৃথক দুইটি এজাহার করা হয়। এদিকে এজাহার করার ১৪ দিন পর মামলা নথিভুক্ত করা হলেও আসামিরা রয়েছে ধরা ছোয়ার বাইরে এমন অভিযোগ ইউনিয়ন (ভুমি) সহকারী কর্মকর্তার।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোছাঃ শারমিন আক্তার বলেন,মামলা হওয়ার পর দেশের পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যায়। এ কারনে মামলা নিয়ে কাজ করা সম্ভব হয়নি। তবে এখন মামলাটি নিয়ে কাজ চলমান রয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে বলেন, মাটি কাটার বিষয়টি নিয়ে থানায় সংশ্লিষ্ট নায়েব এজাহার করেছেন। আপনারা ওসি সাহেবের সঙ্গে কথা বলেন।